ঝিনাইদহে মাল্টিমিডিয়া জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন’র আত্মপ্রকাশ

একঝাঁক উদ্যোমী ও কর্মঠ তরুণ সংবাদকর্মীদের সমন্বয়ে ঝিনাইদহ মাল্টিমিডিয়া জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন’র আত্মপ্রকাশ হয়েছে।

শহরের এইচ এস এস সড়কের মডার্ন মোড়ের মোল্লাবাড়ি ভবনের ২য় তলায় অস্থায়ী কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে আহবায়ক হিসেবে বাংলা ভিশন টেলিভিশনের মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার এম আর রাসেল ও দৈনিক বাংলা ৭১’র রিপোর্টার শেখ ইমনকে সদস্য সচিব নির্বাচিত করা হয়।

কমিটিতে যুগ্ম-আহবায়ক হিসেবে সময়ের আলোর রিপোর্টার সম্রাট হোসেন এবং সদস্য হিসেবে খোলা কাগজের রাজীব মাহমুদ টিপু, আজকের প্রত্যাশা প্রতিনিধি সুলতান আল এনাম, কালের কণ্ঠের আব্দুর রাজ্জাক রাজন, জনবাণীর সাইফুল ইসলাম, বাংলা এডিশনের আশরাফুল ইসলাম, বাংলাদেশের খবরের এম বুরহান উদ্দীন, আমার বার্তার মিশুক হোসেন ও ভোরের আকাশ প্রতিনিধি সুজন বিপ্লব বিশ্বাসকে নির্বাচিত করা হয়।

ঘোষিত আহবায়ক কমিটিকে রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দসহ জেলা- উপজেলায় কর্মরত সাংবাদিকরা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ঝিনাইদহে কৃষকের মাঝে বিনামুল্যে সার ও বীজ বিতরণ

ঝিনাইদহে রোপা আমনের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাড়ে ৪ হাজার কৃষকের মাঝে সার ও বীজ বিতরণ করা হয়েছে। শনিবার (২১জুন)

সকালে সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে কৃষি অফিসের আয়োজনে এ উপকরণ বিতরণ করা হয়।

সেসময় জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ষষ্টি চন্দ্র রায়, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজীয় আক্তার চৌধুরী, কৃষি কর্মকর্তা নূর-এ নবী, অতিরিক্ত কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা জুনাঈদ হাবীবসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি অফিস জানায়, সরকারের খরিপ-১ মৌসুমে প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় রোপা আমনের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকার ৪ হাজার ৫’শ ৫০ জন কৃষকের প্রত্যেককে ৫ কেজি উন্নত জাতের বীজ ও ২০ কেজি রাসায়নিক সার দেওয়া হয়।

ঝিনাইদহে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে আইনজীবীকে প্রাণনাশের হুমকি!

ঝিনাইদহে জমি নিয়ে পারিবারিক বিরোধের জের ধরে ঝিনাইদহ জজ আদালতের আইনজীবী আহমেদ ওয়াসিফ কামালকে ভয়ভীতি ও প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী ভাই আহমেদ সাদাত কামাল। এঘটনায় অ্যাড.আহমেদ ওয়াসিফ কামাল হুমকী দাতা ভায়ের বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন।

সূত্রে জানা গেছে, শৈলকুপা উপজেলার কুমিড়াদহ গ্রামের এবং ঝিনাইদহ আদর্শপাড়া বকুলতলার বাসিন্দা আহমেদ মাসুদ কামালের দুই ছেলে, এককন্যা ও স্ত্রী রেখে তিনি ২০২৪ সালের ২৮ আগস্ট মারা যান। তিনি মারা যাওয়ার পর আহমেদ মাসুদ কামালের বড় ছেলে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী আহমেদ সাদাত কামাল এবং ছোট্র ছেলে আইনজীবী আহমেদ ওয়াসিফ কামালের সঙ্গে বিরোধ দেখা দেয় তাঁদের গ্রামের বাড়ির হাটফাজিলপুর বাজারের জমির দলিলের মালিকানা নিয়ে। আইনজীবী বাবা আহমেদ মাসুদ কামাল মৃত্যুর আগে ছোট ছেলে ওয়াসিফ কামাল ও কন্যা দিশা কামাল এই দুই ভাই-বোনের নামে বিপণি বিতানসহ ৮৫ শতক জমি লিখে দিয়ে যান ।

কিন্তু ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ডিআর অফিসের মহাফেজখানায় রাখা দলিলের একটি নাম ঘষামাজা দেখা যায়। অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী ভাই ও আইনজীবি ভাই মহাফেজখানায় রাখা দলিল ঘষামাজা একে অপরকে দোষারোপ করছেন। আইনজীবী হিসেবে পিতা-পুত্রের যথেষ্ট সুনামও রয়েছে। ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মহাফেজখানার রাখা দলিলে ঘষামাজা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে খোজ নিয়ে যানা গেছে উক্ত ঘটনার বিষয়ে “তদন্তাধীন” আছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিজ্ঞ আইনজীবী আহমেদ ওয়াসিফ কামাল বলেন, “আমাদের দুই ভাইয়ের জমি নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে ঢুকে গেছে তৃতীয় পক্ষ। এই তৃতীয় পক্ষই হলেন মামাতো ভাই তুষারদের পরিবার। আমার বিরুদ্ধে, মামাতো ভাইদের ছত্রছায়ায় সমাজে নানা অপবাদ, অপকর্ম, নানা ধরনের সামাজিক হেনস্থ, হুমকিসহ বিভিন্ন মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া এবং প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। সেকারনেই আমি ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি অভিযোগ দিয়েছি।

আহমেদ ওয়াসিফ কামাল আরো বলেন, “আমাদের পিতা আমার ও আমার বোন এর নামে ২০১৫ সালে একটি দান দলিল করিয়া রাখিয়াছেন। পিতার মৃত্যুর পর বড় ভাই ঐ দান দলিল অস্বীকার করেন। বড় ভাই আহমেদ সাদাত কামাল অর্থ দিয়ে ঐ দান দলিল কে প্রশ্নবিদ্ধ করিবার কুমতলবে তুষার এর সাথে যোগসাজস করিয়া রেজস্ট্রি অফিস এর কর্মচারীদের হাত করিয়া বালাম বই নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে ঘষামাজা করিতে পারেন। যাহাতে ঐ দলিল টি ভবিষ্যতে প্রশ্নবিদ্ধ হয়। বর্তমানে রেজিষ্ট্রি অফিস তাহা তদন্ত করিতেছে। উক্ত ঘটনার তদন্ত কে ভিন্ন রাস্তায় প্রবাহিত করিবার জন্য এবং তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য এড়ানোর জন্য সংবাদ পত্রে মহাফেজখানায় দলিল ঘষামাজার বিষয়ে সাংবাদিক কে মিথ্যা তথ্যদিয়ে পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ করান তারা। যা প্রকৃত ঘটনা ও বাস্তবতার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ন ও বিভ্রান্তিকর।

ইতোমধ্যে আমি ঝিনাইদহ সদর থানায় উক্ত বিষয় উল্লেখ করে একটি অভিযোগ দায়ের করিয়াছি। আমার উপর এই হুমকি শুধু একজন আইনজীবীকে নয় পুরা সমাজ ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করেছে তারা। এমন পরিস্থিতিতে চুপ থাকা অন্যায়ের সাথে আপোষ।”হুমকির কাছে মাথা নত নয়, আমরা চাই আইনের শাসন এবং ন্যায় বিচার।” মহাফেজখানায় দলিল ঘষামাজার বিষয়টি তদন্ত হচ্ছে। যে কারণে এ বিষয়ে তিনি বেশি কিছু বলতে চাচ্ছেন না।

এ বিষয়ে আহমেদ সাদাত কামালের মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তার মুঠোফোনেটি বন্ধ পাওয়া যায়।

ঝিনাইদহে ৩ দিন ব্যাপী জাতীয় ফল মেলার উদ্বোধন

‘দেশী ফল বেশি খাই, আসুন ফলের গাছ লাগাই’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে শুরু হয়েছে ৩ দিন ব্যাপী জাতীয় ফল মেলা।

বৃহস্পতিবার (১৯ জুন) সকালে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কার্যালয়ে এ মেলার উদ্বোধন করা হয়।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ষষ্টি চন্দ্র রায়’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল।

বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার মঞ্জুর মোর্শেদ, জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা: এ এস এম আতিকুজ্জামান, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিয়া আক্তার চৌধুরী, সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নূর-এ নবী।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক সেলিম রেজা। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে এ মেলায় ৫ টি স্টল প্রদর্শণ করা হয়েছে। প্রায় অর্ধশত প্রকার দেশীয় ফল ও ফল আবাদের উন্নত প্রযুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে মেলায়।

আগামী ২১ জুন শেষ হবে এ মেলা। দেশীয় ফলের উৎপাদন ও ভোক্তা সচেতনতা বাড়াতে এ ধরণের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন আয়োজকরা।

হাসিনা দিল্লিতে বসে একের পর এক ষড়যন্ত্র করছে

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শেখ হাসিনা পালিয়ে গেলেও দেশে তার ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান।

রাষ্ট্র সংস্কারের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক, বৈষম্যহীন, দুর্নীতিমুক্ত ও ন্যায়বিচারের নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে বুধবার দুপুরে ঝিনাইদহে গণ শোভাযাত্রা অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন।

রাশেদ খান বলেন, আমরা লক্ষ্য করছি যে হাসিনা দিল্লিতে বসে একের পর এক ষড়যন্ত্র করছে। হাসিনা বার বার তার আওয়ামী লীগের পান্ডাদের মাঠে নামানোর চক্রান্ত করছে। হাসিনার সেই নিয়োজিত ফ্যাসিস্ট যারা ১৪ সালের ইলেকশন করেছে যেসকল ডিসি, এসপিরা।

যার ১৮ সালের ইলেকশন করেছে। যারা ২৪ সালের ইলেকশন করেছে ওই ফ্যাসিস্ট সরকারি কর্মকর্তারা সরকারের কার্যক্রমে বাঁধা দেওয়ার চক্রান্ত করছে। এসব চক্রান্তের বিরুদ্ধে সকলকে একসাথে লড়াই করার আহ্বান জানান তিনি।

শোভাযাত্রাটি শহরের সিটি কলেজ এলাকা থেকে শুরু হয়। সেখান থেকে শহর ঘুরে হরিণাকুন্ডু উপজেলার বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে আরাপপুর মোড়ে এসে শেষ হয়। শোভযাত্রায় গণ অধিকার পরিষদের জেলা ও উপজেলার নেতৃবৃন্দ অংশ নেয়।

ঝিনাইদহে গ্রাম আদালত বিষয়ে সমন্বিত পরিকল্পনা বিষয়ক

কর্মশালা

গ্রাম আদালত সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অতি সহজে বিরোধ ও বিবাদ নিষ্পত্তির করতে ঝিনাইদহে সমন্বিত পরিকল্পনা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকালে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ কর্মশালার আয়োজন করে বাংলাদেশ গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ ৩য় পর্যায় প্রকল্প।

এতে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল, স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক রথীন্দ্র নাথ রায়, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ.বি.এম. খালিদ হোসেন সিদ্দিকী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইফুর রহমানসহ জেলার বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি ও সংবাদ কর্মীরা অংশ নেয়।

কর্মশালায় গ্রাম আদালতের কার্যক্রমকে তৃণমূল পর্যায়ে আরও গতিশীল করতে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের প্রশিক্ষণ, প্রচারমূলক কার্যক্রম জোরদার ও জনগণের মধ্যে আস্থা সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

ঝিনাইদহে ট্রাক ড্রাইভারের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহ শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকার একটি পুকুর পাড়ের বটগাছের ডাল থেকে মধু হোসেন (২৮) নামের এক ট্রাক ড্রাইভারের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার সকালে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। মৃত মধু ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পোড়াহাটি ইউনিয়নের হীরাডাঙ্গা গ্রামের বিল্লাল ড্রাইভারের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সকালে পুকুর পাড়ের বটগাছের ডালে মধুর লাশ ঝুলতে দেখে পুলিশে খবর দেয়ে স্থানীয়রা। পরে সদর থানা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

মধুর ছোট ভাই পরশ জানায়, মধু প্রায় পাঁচ-ছয় মাস ধরে বিকাশ কুমার নামের এক ব্যক্তির গাড়ি চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছিলেন। গত কয়েক মাস ধরে তার বাবার সঙ্গে মনোমালিন্য চলছিল। যে কারণে প্রায় ২-৩ মাস ধরে সে বাড়িতে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। সোমবার বিকেলে পরিবারের সদস্যদের ফোন করে বলে, “আমার ভুল হয়ে গেছে, তোরা সবাই আমাকে ক্ষমা করে দিস।”

চাচাতো ভাই এনামুল জানান, সোমবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত মধু তার মামাতো ভাই রমজান হোসেনের সঙ্গে ছিলেন। পরদিন সকালে ঝিনাইদহ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের উত্তর-পশ্চিম পাশে বড় পুকুরের ধার ঘেঁষে একটি বটগাছে তার ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পান স্থানীয়রা।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে আত্মহত্যা বলে মনে হচ্ছে। তারপরও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

ঝিনাইদহ পলিটেকনিক শিক্ষার্থী বন্যা’র মৃত্যুর বিচারের দাবিতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের কম্পিউটার ডিপার্টমেন্টের তৃতীয় সেমিস্টারের মেধাবী শিক্ষার্থী বন্যা খাতুনের মৃত্যুর সঠিক বিচারের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়কে ঝিনাইদহ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের সাধারণ শিক্ষার্থীবৃন্দর ব্যানারে তার মৃত্যুর ঘটনায় সঠিক বিচারের দাবিতে ঘন্টাব্যাপী এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়।

পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের মেধাবী শিক্ষার্থী বন্যা খাতুনের মৃত্যুর

সঠিক বিচার ও তার স্বামী শৈলকুপা উপজেলার ত্রিবেনী ইউনিয়নের পদমদি গ্রামের সোহান আলীর বিরুদ্ধে শৈলকুপা থানায় মামলা গ্রহন না করলে তা আদালতের মাধ্যমে বিচারের দাবিতে তার সহপাঠী শিক্ষার্থীরা এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। সেসময় বক্তব্য রাখেন, নিহতের পিতা জাহাঙ্গীর হোসেন, মাতা শারমিন খাতুন, ভাই রিপন হোসেন ও সহপাঠী শিক্ষার্থী মীম খাতুন, তৌফিক আহমেদ, শাহেদ আলীসহ অন্যান্য শিক্ষার্থীবৃন্দ।

উল্লেখ্য, পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের কম্পিউটার ডিপার্টমেন্টের তৃতীয় সেমিস্টারের মেধাবী শিক্ষার্থী বন্যা খাতুন গত রোববার ১৫ জুন সকালে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের কানাপুকুরিয়া নামক স্থানে রহস্যজনকভাবে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেছে।

ঝিনাইদহে আদালতের নির্দেশ অমান্য করে দখলে রেখেছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান

ঝিনাইদহ শহরের শেরে বাংলা সড়কে দোকান হস্তান্তর নিয়ে ভাড়াটিয়ার বিরুদ্ধে আদালত ও সেনাবাহিনীর আদেশ অমান্য করার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, ভবনের বর্তমান মালিক একেএম মাসুদুল আলম লিপনের কাছে দোকানঘর হস্তান্তর করতে দীর্ঘদিন ধরে তালবাহানা করছেন ভাড়াটিয়া কাজী দাউদ হোসেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, একেএম নুরুল আলম তার মালিকানাধীন জমিতে একটি ভবন নির্মাণ করেন এবং তাতে তিনটি দোকানঘর স্থাপন করে তা ভাড়া দেন কাজী দাউদ হোসেনকে। সেখানে তিনি ‘জাকির হার্ডওয়ার’ নামে ব্যবসা চালু করেন। ২০০১ সালে একেএম নুরুল আলমের মৃত্যু হলে তার ছেলে একেএম মাসুদুল আলম লিপন ওয়ারিশ সূত্রে ভবনটির মালিক হন।

পরবর্তীতে মালিক লিপন দোকানঘর হস্তান্তরের জন্য দাউদ হোসেনকে একাধিকবার অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি নানা অজুহাতে বিষয়টি এড়িয়ে যান। অভিযোগে আরও বলা হয়, দাউদ হোসেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ

সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টুর নাম ব্যবহার করে মালিককে ভয়ভীতি দেখান।

ঝিনাইদহে মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলের কোদালের আঘাতে বাবা খুন

ঝিনাইদহে মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলের কোদালের আঘাতে এক কৃষক পিতা নিহত হয়েছে।

সোমবার (১৬জুন) সকালে সদর উপজেলার গান্না ইউনিয়নের শংকরপুর গ্রামের মাঠে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত ছেলেকে আটক করেছে পুলিশ।

নিহতের স্বজনরা জানায়, শংকরপুর গ্রামের কৃষক শাহাদত হোসেন (৬৫) তার ছেলে ফয়সাল হোসেন (২৫) সাথে নিয়ে গ্রামের মাঠে মরিচের ক্ষেতে কাজ করতে যান। কাজ করার সময় ফয়সাল আকষ্মিকভাবে কোদাল দিয়ে তার বাবা শাহাদত হোসেনের মাথায় আঘাত করে। এতে ঘটনাস্থলেই শাহাদত হোসেন মারা যান। পরে মৃত বাবাকে মাঠে রেখে বাড়িতে ফিরে গিয়ে নিজেই তার মাকে ঘটনা জানান ছেলে ফয়সাল। এসময় স্থানীয়রা ও স্বজনরা মাঠে গিয়ে শাহাদতের লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। পরে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। ফয়সাল ছোট বেলা থেকেই মানসিক প্রতিবন্ধী ।

সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, অভিযুক্ত ফয়সালকে আটক করেছি। তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।